মানবাধিকার লংঘন

ডাক্তারের গাফিলতিতে শিশুর মৃত্যু

গত ২০/৯/২০০১ তারিখে জনৈকা জয়ন্তী ভকত পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কাছে ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জী নামক জনৈক এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়েব করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করনে গত ২/৬/২০০১ তারিখে তিনি তাঁর ছেলে শ্রীযুক্ত জীবন ভকতকে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ-এ ভর্তি করেন এবং ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জীর চরম অবহেলায় শ্রীমতী জয়ন্তী ভকতের সন্তান মারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ মানাবধিকার কমিশন বিস্তারিত জানতে চেয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের প্রধান ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে নির্দেশ পাঠান।

বাঁকুড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ব্যাপারটি তদন্ত শুরু করেন এবং কমিশনের কাছে উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একটি তালিকা পেশ করেন। উক্ত তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিগন যথাক্রমে ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী, ডাক্তার শান্তনু সিনহা, ওয়ার্ডমাস্টার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্যানিগ্রাহী, সেবিকা শ্রীমতি রত্না সেন ও শ্রীমতি সনকা মন্ডল-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিশন মানবাধিকার লঙঘন আইনের ধারা ১৬, ১৯৯৩ অনুসারে ২৫/৪/২০০২ তারিখে বেলা ১২টা নাগাদ মানবাধিকার কমিশনের দপ্তরে হাজির হতে বলেন।

কমিশনের নির্দেশানুসারে উক্ত ব্যক্তিগণ কমিশন দপ্তরে ২৫/৪/২০০২ তারিখে উপস্থিত হন। ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী তাঁর জবানবন্দীতে জানান উক্ত ঘটনার দিন তিনি হাসপাতালের বর্হিবিভাগে দুপুর ১টা ১০ পর্যন্ত কর্তব্যরত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি তাঁর কোয়ার্টারে ফিরে যান এবং রোগীদের দেখাশোনা করা দায়িত্ব তিনি যথাক্রমে ডাক্তার শান্তনু সিনহা, ডাক্তার ধ্রুবজ্যোতি পাখিয়া, ডাক্তার এস সান্তি এবং অন্যান্য হাউস স্টাফদের দিয়ে যান। রোগী জীবন ভকত ঠিক তার পরেই ভর্তি হয় FSDN বিভাগে এবং কত্যব্যরত RHS রোগীকে দেখাশুনো করেন। ডাক্তার শান্তনু সিনহা বিকেলবেলা এসে মৌখিকভাবে একই চিকিৎসা চালিয়েযেতে বলেন এবং রোগীর শ্বাসকষ্টের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আরও কিছু ঔষধের সুপারিশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত রোগীটি মারা যায় রাত্রি ১১টা নাগাদ এবং আশ্চর্যের বিষয় সেই সংক্রান্ত কোন সংবাদ হাসপাতালের কলবুকে নথিবদ্ধ হয় নি।

CMOH ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং মনে করে যে ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর উচিত ছিল হাসপাতাল ছাড়ার সময় চিকিৎসার দায়িত্ব ডাক্তার গুরুদাস মুখার্জীকে দিয়ে যাওয়া। এর জন্য উপযুক্ত আধিকারীক তাঁর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। তদন্তে এও প্রকাশ পায় যে ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর স্ত্রী একটি নার্সিংহোম পরিচালনা করেন যিনি আদৌ একজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার নন। ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী অবৈধভাবে হাসপাতালের কর্তব্যে অবহেলা করে তাঁর স্ত্রীকে নার্সিংহোম চালানোর কাজে সাহায্য করতেন। ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর বক্তব্যে জানা যায় যে তিনি কোনমতেই মানতে রাজী নন রোগীর মৃত্যুতে তাঁর কোন ভূমিকা আছে। রোগীর শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে হাসপাতাল থেকে কোন দূরভাষ সংবাদ তাঁর কাছে যায় নি। ২রা জুন অর্থাৎ উক্ত ঘটনার দিন তিনি হাসপাতালে রাউন্ডে আসার সময় জীবন ভকত নামে কোন রোগী তিনি দেখেন নি। তিনি তাঁর তাঁর স্ত্রীর নার্সিংহোম পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।

ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর পর মানবাধিকার কমিশন অপর এক ডাক্তার শান্তনু সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ডাক্তার সিনহা জানান গত ২/৬/২০০১ তারিখে বেলা ১টা ৩০ নাগাদ জীবন ভকতকে হাসপাতালে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। যদিও সময়টি সঠিকভাবে জানা যায় না কারণ হাসপাতালের বেড টিকিটে কোনো সময় উল্লেখ ছিল না। ডাক্তার সিন্হা আরও জানান যে সেই সময় ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী বহির্বিভাগে চিকিৎসারত ছিলেন এবং তিনি আদৌ রোগী জীবন ভকতকে চিকিৎসা করেছিলনে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নন। বেলা ২.৩০ নাগাদ তিনি বর্হিবিভাগের কাজ শেষকরেন এবং সেই সময় পর্যন্ত তিনি রোগী জীবন ভকতের নামে কোনোরকম কলবুক পান নি। তারপর তিনি অসুস্থতার কারণে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। সাধারণত জরুরী ভিত্তিতে সার্জেনদের ডাকা হয়ে থাকে এবং কলবুক ওয়ার্ডমাস্টারকে অফিসে পাঠানো হয়ে থাকে। Round এর সময় Visiting Sergent রা প্রত্যেক রোগীকে পৃথকভাবে দেখেন। ডাক্তার মুখার্জীকে ডাকা হয় এবং তিনি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসেন রোগীকে দেখতে।

তদন্তে জানা যায় ঠিক আগের দিন রোগীকে অস্থিবিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইসময় রোগীর কোন অসুস্থতা ছিল না এবং সেইদিন রোগী খাবারও খেয়েছিল। এরপর রোগীকে Amoxycillin নামক একটি প্রতিষেধক দেওয়া হয় এবং এরপর রোগী প্রচন্ড বমি করতে শুরু করে। খবর পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার মুখার্জী রোগীকে দেখতে আসেন নি এবং অন্যান্য রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। রোগীর মা ডাক্তারকে বারংবার ভর্তির অনুরোধ করা সত্ত্বেও ডাক্তার তাতে কোন কর্ণপাত করেন নি। এরপর তিনি একটি অপারেশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ঐ দিন রাত ১১টা নাগাদ রোগী মারা যায়। মৃত্যুর কারণ হিসাবে রোগীর বিছানার চিঠিতে লেখা হয় Cardio Respiratory অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক

(চতুর্থ পাতার প্রথম কলমে)

পুলিশের গুলিতে আহত গাড়িচালক

গত২৭/১০/৯৯ তারিখে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার অর্ন্তগত আনন্দপল্লী গ্রামের অধিবাসী জনৈক গাড়িচালক নিরূপ সিংহ রায় ডোমকল থানার একজন পুলিশ অফিসারের দ্বারা অন্যায়ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। ঐদিন রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ চালক নিরূপ সিংহ রায় ও তার সহকারী জয় বাসকার মক্কেল শেখ নামের একজন রোগীকে তাদের গাড়িতে করে করিমপুর গ্রামীন হাসপাতাল থেকে বহরমপুরের নিউ জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। ভাড়া থাকায় নিরূপ সিংহ রায় রোগীর বাড়ির লোকজনদের কিছু না জানিয়ে এমন কি প্রাপ্য গাড়িভাড়া না নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। গাড়িতে রোগীর কিছু জামাকাপড় এং দরকারি কাগজপত্র থেকে যাওয়ায় রোগীর বাড়ির লোকেদের অনুরোধে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মেডিক্যাল অফিসার ডঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য্যের নামে ডোমকল থানায় খবর যায় এবং তার ভিত্তিতে ডোমকল থানায় ডায়েরী করা হয়। এই খবরের ভিত্তিতে ডোমকল থানার ওসি, থানার মেজবাবু সাব ইন্সপেক্টর তুহিন বিশ্বাসকে ডব্লিউ এম এস ৪০২৬ নং গাড়িটিকে অবিলম্বে আটক করার নির্দেশ দেন।

নির্দেশ পেয়ে দুই সাব ইন্সপেক্টর তুহিন বিশ্বাস এবং ভবেশ রায় বেরিয়ে পড়েন। ইসলামপুর জলঙ্গি রোডের নিকট রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বা পৌনে একটা নাগাদ তাঁরা গাড়িটিকে বহরমপুরের দিক থেকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে দেখে। তাঁরা গাড়িটিকে থামানোর জন্য টর্চের আলোর সংকেত দেখান। কিন্তু চালক গাড়ি না থামিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেন, তখন সাব ইন্সপেক্টর তুহিন বিশ্বাস জিপথেকে নেমে পড়ে চালকের সহকারীর জামার কলার ধরে ফেলেন। এরপরেও গাড়ি না থামিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে তিনি চালকের দুটি পায়ে গুলি করেন। তুনিহবাবু কমিশনের নিকট জানিয়ে দেন যে চালকও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চালকের ছোঁড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গাড়িটির চালককে তখন প্রথমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে বহরমপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তুহিনবাবু আরও জানিয়েছেন যে গাড়িটি থেকে এক রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি পাইপগান উদ্ধার করা হয়। এবং তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গাড়িচালক ও তার সহকারীর বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।

গাড়িচালক নিরূপ সিংহ রায়ের বক্তব্য হলযে তিনি বহরমপুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা জিপগাড়ি দেখতে পান। তিনি দেখেন ঐ জিপ থেকে কেউ তাঁর গাড়ির উপর টর্চের আলো ফেলে চেঁচাচ্ছে। তিনি জিপের ভিতর যে পুলিশ ছিল তা বুঝতে পারেন নি। কোন দুস্কৃতী

(চতুর্থ পাতার দ্বিতীয় কলমে)